মডিউল-২৫

সেমিস্টার-IV

কোর্সকোড- BENG-H-CC-T10

কোর্স নাম-বাংলা কাব্য কবিতা

মিলন মণ্ডল

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

এস. আর. ফতেপুরিয়া কলেজ, বেলডাঙ্গা।

পর্ব-১ : কবিতা-জীবনদেবতা-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিন্যাসক্রম

২৫.১ উদ্দেশ্য

২৫.২ প্রস্তাবনা

২৫.৩ মূলপাঠ: জীবনদেবতা-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫.৪ সারাংশ

২৫.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলী

২৫.৬ সহায়ক গ্রন্থাবলী

২৫.৭ উত্তর সংকেত

২৫.১ উদ্দেশ্য

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যের পর্যায়গুলি সম্পর্কে জানতে পারবে।
- 'জীবনদেবতা'—কবিতাটির মূল ভাব কীভাবে রবীন্দ্র জীবনে প্রভাব ফেলেছিল তা বুঝতে পারবে।

২৫.২ প্রস্তাবনা

এই পাঠের ফলে পাঠক-পাঠিকারা কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারার পর্যায়গুলি সম্পর্কে জানতে পারবে। কো পর্যায়ে কবির মন ও মানসিকতা কেমন ছিল তা সহজেই বুঝতে পারবে। কবির সমস্ত রচনাগুলির মূলে কোন তত্ত্ব কাজ করেছে—তাও তারা বুঝতে পারবে। 'জীবন দেবতা' কবিতাটির মধ্যদিয়ে আমরা কবি রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতা তত্ত্বের রহস্যকে জানতে পারবো। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সৃষ্টির মূলে যে জীবন দেবতার ভূমিকা ছিল—তাও জানতে পারবো। কবিতাটির ভাব মাধুর্য ও গঠন সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো। কবি কীভাবে তাঁর জীবন দেবতাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে

তুলেছেন তা আমরা কবিতাটি পাঠে জানতে পারবো। ছন্দ, শব্দ, অলঙ্কার প্রয়োগে কবিতাটি সার্থক হয়ে উঠেছে। কবিতাটি কবি হৃদয়ের মর্মবাণীকে যথাযথভাবে প্রকাশ করেছে।

২৫.৩ মূল পাঠ-জীবনদেবতা–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ, আসি অন্তরে মম?
দুঃখ সুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র করিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিত দ্রাক্ষাসম!
কত যে বরণ, কত যে গন্ধ,
কত যে রাগিণী, কত যে ছন্দ,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন বাসর শয়ন তব,
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া মুরতি নিত্যনব!

আপনি বরিয়া লয়েছিলে মোরে না জানি কিসের আশে!

লেগেছে কি ভাল হে জীবননাথ
আমার রজনী আমার প্রভাত,
আমার নর্ম্ম, আমার কর্ম্ম তোমার বিজন বাসে?
বরষা শরতে বসন্তে শীতে
ধ্বনিয়াছে হিয়া যত সঙ্গীতে
শুনেছ কি তাহা একেলা বসিয়া আপন সিংহাসনে?
মানস কুসুম তুলি অঞ্চলে
গেঁথেছ কি মালা, পরেছ কি গলে,
আপনার মনে করেছ ভ্রমণ মম যৌবনবনে?

কি দেখিছ বঁধু মরম-মাঝারে রাখিয়া নয়ন দুটি?
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার স্খলন পতন ত্রুটি?
পূজাহীন দিন, সেবাহীন রাত
কত বারবার ফিরে গেছে নাথ–

অর্ঘ্যকুসুম ঝরে পড়ে গেছে
বিজন বিপিনে যুটি।
যে সুরে বাঁধিলে এ বীণার তার
নামিয়া নামিয়া গেছে বারবার,
হে কবি, তোমার রচিত রাগিণী আমি কি গাহিতে পারি?
তোমার কাননে সেচিবারে গিয়া
ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া,
সন্ধ্যাবেলায় নয়ন ভরিয়া এনেছি অশ্রুবারি!

এখন কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ যা কিছু আছিল মোর?
যত শোভা যত গান যত প্রাণ, জাগরণ, ঘুমঘোর?
শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন,
মদিরাবিহীন মম চুম্বন–
জীবনকুঞ্জে অভিসার-নিশা আজি কি হয়েছে ভোর?

ভেঙ্গে দাও তব আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহ আরবার চির-পুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীন জীবন ভোরে।

২৫.৪ সারাংশ

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' কবিতাটি 'চিত্রা' কাব্যের অন্তর্গত। 'চিত্রা' কাব্যের প্রকাশকাল হল ১৮৯৬ সাল। 'চিত্রা' কাব্যটি কবির ঐশ্বর্য পর্বের অন্তর্ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথের পরিণত মনের কাব্য হল চিত্রা। এই কাব্যে বেশ কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা রয়েছে যেমন 'এবার ফিরাও মোরে', 'স্বর্গ হইতে বিদায়', 'দুই বিঘা জমি', 'চিত্রা', 'সিন্ধুপারে' প্রভৃতি। এই কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের পরিণত মনে পরিচয় মেলে। এই কাব্যেরই একটি উল্লেখ্যযোগ কবিতা হল 'জীবনদেবতা'। এই কাব্যের মধ্যদিয়ে কবি অনুভব করলেন তাঁর ছোট সত্তার সঙ্গে একটি বড় সত্তা সর্বদা অন্তরে কাজ করে চলেছে। তিনি যাকে এতদিন অন্তর্যামী, মানসসুন্দরী বলে মনে করেছেন আজকে তাকেই কবি জীবনদেবতা ভাবছেন। 'জীবন দেবতা' তত্ত্বের মর্মবাণীটি এই কবিতার ছত্রে ছত্রে ধরা পড়েছে। বাইরের সঙ্গে অন্তরের সীমার সঙ্গে অসীমের বিচিত্র্যের সঙ্গে ঐক্যের এমন দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের অন্য কোন কাব্যে দেখা যায় না। জীবনদেবতার রহস্য উদ্ঘাটন করাই কবির মূল উদ্দেশ্য। অনৈক্যের সঙ্গে ঐক্যের, সাদৃশ্যের সঙ্গে

বৈসাদৃশ্যের বিপুল ভাণ্ডার রয়েছে—তাকে কবি পরিপূর্ণ রূপ দিলেন। সেই গূঢ় সত্যটিকে উপলব্ধি করলেন। তাইতো কবির প্রশ্ন অন্তরতমর কাছে তার সকল তিয়াস কি মিটেছে? দুঃখ-সুখের লক্ষ্য ধারায় যে কবি অন্তরতমকে উজার করে পাত্র ভরে দিয়েছে। তার কি এখনও কিছু অভিলাষ বাকী রয়েছে? কত বরণ, কত গন্ধ, কত ছন্দ, কত যে রাগিনী কবি রচনা করে চলেছেন। তাতেও কী অন্তরতমের আশা মিটেনি। বাসনার সোনা গলিয়ে গলিয়ে কবি প্রতিদিন কত সাহিত্য রচনা করেছেন। তবুও জীবন দেবতার ক্ষণিক খেলায় তা ভেঙে গেছে। একদিন যে জীবন দেবতা কবিকে বরণ করে নিয়েছিল, আজ সেই জীবনদেবতা কবিকে নানাভাবে পরীক্ষা নিচ্ছেন। কবি যা কিছু কর্ম করে চলেছেন, যা কিছু সৃষ্টি করে চলেছেন—সব কিছুর মূলেই সেই অন্তর্যামী। সেই প্রাণনাথ তাইতো কবি তাঁর প্রাণনাথের কাছে নিজের স্খলনপতনের জন ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। পূজাহীন দিন, সেবাহীন রাত কবি তাঁর সেই জীবন দেবতার জন্য অপেক্ষা করেছেন। কখনো বা হয়তো তাঁর নাথ ফিরে গেছেন। সেই কথা ভেবে কবির সৃষ্টির তাল কেটে গেছে। তাই কবি আজ ক্লান্ত হয়ে কাননের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু যখনই কবির ঘুম ভেঙেছে, তখনই নিজের ভুলের জন্য নয়ন ভরে শুধু অশ্রু ঝড়িয়েছেন। আজকে কবির সমস্ত অপেক্ষার বাঁধ ভেঙে গেছে। তাইতো তার প্রাণেশের কাছে কাতর সুরে প্রার্থনা করেছে যা কিছু আমার ছিল, সবকিছু তোমাকে দিয়েছি, আমার সমস্ত সৃষ্টি তোমাকে উজার করে দিয়েও আমি তোমার রূপ বুঝতে পারলাম না। তাই কবির আক্ষেপ, আবার নতুন করে, নবরূপে, চির পুরাতনকে তুমি নবীন বাহু ডোড়ে বেঁধে নাও। নতুন জীবনের স্বাদ এনে দাও। কবি এই আকুতি জীবন দেবতা কবিতার ছত্রে ছত্রে ধরা পড়েছে। কবির সমস্ত সৃষ্টির মূল যে জীবন দেবতার প্রচ্ছন্ন প্রভাব ছিল তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। জীবন দেবতার তত্ত্বও আলোচ্য কবিতাটির মূল বিষয়।

২৫.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. (ক) 'জীবন দেবতা' কবিতাটি কত সালে রচিত হয়েছে?

(খ) 'জীবন দেবতা' কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

(গ) 'চিত্রা' কাব্যের প্রকাশ কাল লেখ।

(ঘ) 'চিত্রা' কাব্যের বিখ্যাত দুটি কবিতার নাম লেখ।

(ঙ) 'অন্তরতম' বলতে কবি কাকে বুঝিয়েছেন?

২. রচনাধর্মী প্রশ্ন

(ক) 'জীবন দেবতা' কবিতাটির মূল ভাব আলোচনা কর।

২৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর–সঞ্চয়িতা
২. ড. সুকুমার সেন–ভাষার ইতিবৃত্ত।
৩. ড. রামেশ্বর শ–সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।
৪. ড. জীবেন্দু রায়–বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।
৫. পরেশচন্দ্র মজুমদার–বাংলা ভাষা পরিক্রমা।

২৫.৭ উত্তর সংকেত

২৫.৫ (১) ক) ৯ই মাগ, ১৩১২।
(খ) 'চিত্রা' কাব্যের অন্তর্গত।
(গ) ১৮৯৬ সাল।
(ঘ) 'এবার ফিরাও মোরে স্বর্গ হইতে বিদায়'।
(ঙ) 'জীবন দেবতা'কে বা প্রাণনাথকে বুঝিয়েছেন।
২৫.৫.২ (ক) ২৫.৪-এর অংশ দেখুন।